JAN 2013
কলাম

যুগান্তর

নারীশিক্ষা আন্দোলনের প্রতীক মালালা

পাকিস্তানে নারীশিক্ষা আন্দোলন করতে গিয়ে তালেবানের গুলিতে মারাত্মক আহত হয়েছেন মালালা ইউসুফজাই। কিশোরী মালালার ওপর সন্ত্রাসী হামলার নিন্দার ঝড় উঠে পাকিস্তানসহ গোটা বিশ্বে। তার আরোগ্য কামনা করে বিশ্বব্যাপী কিশোর-কিশোরীসহ সব বয়সের মানুষ প্রার্থনা করেছে। তার চিকিৎসার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে অনেকে। লন্ডনে চিকিৎসা শেষে মালালা এখন বেশ সুস্থ।

পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদের উত্তর-পশ্চিমে সোয়াত উপত্যকার মিংগোরা শহরে ২০১২ সালের ৯ অক্টোবর স্কুলবাসে উঠে তালেবান জঙ্গিরা মালালাকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়। একটি গুলি তার মাথায় লাগে। এ সময় আহত হয় তার আরও দুই সহপাঠী। সোয়াত উপত্যকায় তালেবান জঙ্গিদের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে নারীশিক্ষার অধিকারের দাবিতে কাজ করাটাই কাল হয়েছিল কিশোরী মালালার। দীর্ঘদিন ধরে তালেবান অকুতোভয় এই কিশোরীকে হত্যার হুমকি দিয়ে আসছিল। তালেবান এ হামলার দায়িত্ব স্বীকার করেছে। মালালাকে প্রথমে পেশোয়ারে সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে অস্ত্রোপচার করে তার দেহ থেকে গুলি বের করা হয়। এরপর তাকে লন্ডনে নেয়া হয়।

১৪ বছরের কিশোরী মালালার জন্য গান উৎসর্গ করেছেন পপ সংগীতশিল্পী মাডোনা। যুক্তরাষ্ট্রের লস অ্যাঞ্জেলেসে এক কনসার্টে তিনি মালালার জন্য গানটি উৎসর্গ করেন।

বাঁচতে চেয়েছিল ছাত্রীটি

ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লিতে ১৬ ডিসেম্বর এক মেডিকেল ছাত্রীকে গণধর্ষণ ও মারধরের পর রাস্তায় চলন্ত বাস থেকে ফেলে দেয় কয়েকজন পুরুষ সহযাত্রী। ছয়জনের ওই দুর্বৃত্ত গ্রুপটি ২৩ বছর বয়েসি ওই ছাত্রীকে ধর্ষণের পর তার বন্ধুসহ তাকে ফেলে দেয়। ধর্ষণের পর সামাজিক হেনস্তার ভয়ে আত্মহননের নজির ভারতসহ উপমহাদেশে ভূরিভূরি হলেও দিল্লির ওই মেডিকেল ছাত্রীর প্রাণপণ চেষ্টা ছিল বাঁচার। ধর্ষণের পর বাঁচার এই লড়াইয়ের জন্য ওই ছাত্রীকে 'ব্রেভহার্ট' অভিহিত করেছে ভারতের সংবাদ মাধ্যম। তার এই মৃত্যুকে 'বীরের মৃত্যু' আখ্যায়িত করেছেন দেশটির রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জিও। চলন্ত বাস থেকে ফেলে দেয়ায় ছাত্রীটির মাথাসহ শরীরের বিভিন্ন স্থানে জখম হয়। প্রথমে তাকে নয়া দিল্লিতে চিকিৎসা দেয়া হয়। এরপর উন্নত চিকিৎসার জন্য ২৭ ডিসেম্বর তাকে নয়াদিল্লি থেকে সিঙ্গাপুরে নেয়া হয়। ১৩ দিন মৃত্যুর সঙ্গে লড়ে ২৯ ডিসেম্বর মেয়েটি সিঙ্গাপুরের মাউন্ট এলিজাবেথ হাসপাতালে মারা যান। সিঙ্গাপুরে নেয়ার আগে ১৯ ডিসেম্বর দিল্লির হাসপাতালে মা ও ভাইকে বেঁচে থাকার প্রবল আকুতি জানিয়েছিল মেয়েটি। দিল্লি হাসপাতালের চিকিৎসকরা জানান, সর্বাঙ্গে ব্যথা নিয়েও তিনি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে দুইবার জবানবন্দি দেন। ধর্ষণের ওই ঘটনা এবং ধর্ষণকারীদের বিস্তারিত বর্ণনাও দিয়ে যান তিনি। ধর্ষণকারীদের যে বিচার চান, তাও ম্যাজিস্ট্রেটকে বলেন ওই ছাত্রী। মেডিকেলের ওই ছাত্রী ধর্ষিত হওয়ার পর ভারতজুড়ে আন্দোলন চলে। বিক্ষোভসহ বহুমাত্রিক কর্মসূচি পালিত হয় দেশটিতে।